তাকওয়া কি

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

তাকওয়া কি

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

তাকওয়া কি

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে তাকওয়া এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

তাকওয়া কি

তাকওয়া হল যখন একজন মুসলিম তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, যেমন তাদের উদ্দেশ্য এবং বাহ্যিক কাজগুলি মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করে। এটা অর্জিত হয় মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। আর এর মধ্যে রয়েছে অন্য সব কিছুর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যদি না এই আনুগত্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

অতএব, তাকওয়া হৃদয় ও শরীরের কাজ বোঝায়। বাহ্যিক অঙ্গগুলি ভিতরের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের আদেশগুলি অনুসরণ করে। অন্য কথায়, হৃৎপিণ্ড হল সেই রাজা যা সৈন্যদের আদেশ করে, অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গ। এটি সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যখন একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র হবে তখন তার সমস্ত শরীর পবিত্র হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যদি কলুষিত হয় তাহলে সমগ্র শরীর কলুষিত হবে। পবিত্র কুরআন পরামর্শ দিয়েছে যে একজন ব্যক্তি তখনই সফলতা অর্জন করতে পারে যখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ এবং বিশুদ্ধ হয়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88 এবং 89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আধ্যাত্মিক হৃদয় তখনই সুস্থ থাকে যখন কেউ একে মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ করে এবং পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে আলোচিত ভালো বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।

সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যের মূল হল যখন কেউ নিজের সাথে সন্তুষ্ট থাকে। শুধুমাত্র যখন একজন ব্যক্তি তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে অসন্তুষ্ট হয় তখন তারা তাদের অপসারণের জন্য সংগ্রাম করবে। কিন্তু যদি তারা নিজেরাই সন্তুষ্ট থাকে তবে তারা কখনই তাদের অপসারণের চেষ্টা করবে না। এটি কেবল একজন ব্যক্তিকে আরও খারাপ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করবে। যখন একজন মুসলিম ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার চেষ্টা করে, তখন এটি মহান আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক উন্নত করবে, যেমন তাঁর আদেশের প্রতি আরও ধৈর্যশীল হওয়া এবং মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক, যেমন তাদের পরামর্শ দেওয়ার সময় আন্তরিক হওয়া।

তাকওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর ঐশী নজরদারি সম্পর্কে সজাগ থাকা। এর অর্থ হল, একজন মুসলমান সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহ তাদের কথা, কাজ, চিন্তা ও ইচ্ছা সব দেখেন এবং শোনেন। যদিও, সমস্ত মুসলিম এখনও এটি বিশ্বাস করে, অনেকে তাদের সারা দিন এই সত্যের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। যখনই কেউ এই সত্য সম্পর্কে গাফিলতি করে, তখন তা পাপ ও অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন একজন মুসলমান প্রকৃত সতর্কতা অবলম্বন করে এবং খুব কমই গাফিলতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তখন তা মহান আল্লাহর প্রকৃত বিনয়ের দিকে পরিচালিত করে। এই সেই ব্যক্তি যে গোপনে এমন কোনো কাজ করে না যা মানুষের সামনে করলে তাদের বিব্রত হয়। যখন একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত সতর্কতা অবলম্বন

করে, তখন তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছে যায়। যখন একজন মুসলমান বিশ্বাসের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছায় তখন তারা এমনভাবে কাজ করে এবং উপাসনা করে যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে, তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করে। এটি তাদের পাপ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করে।

একজন মুসলমান কেবলমাত্র তাদের শর্ত ও শিষ্টাচার অনুসারে তাদের সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই সমস্ত অবাধ্যতামূলক কাজ থেকে দূরে সরে যেতে হবে, বড় এবং ছোট উভয় পাপ, এবং যদি তারা দ্রুত এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে নিজের শক্তি অনুযায়ী কোনো মিস করা বাধ্যবাধকতা পূরণ করা এবং লঙ্ঘিত হওয়া মানুষের অধিকার পূরণ করা। একবার এটি অর্জিত হলে একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে সুপারিশকৃত স্বেচ্ছামূলক ভালো কাজগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা। যদিও, কেউ তাদের উপর আমল করতে সক্ষম হবে না যে তারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলক কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থ, তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা উচিত নয়। পরিশেষে, তাদের সেসব কাজ থেকে দূরে সরে যেতে হবে যেগুলিকে এখনও পাপ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি, ইসলামে অপছন্দনীয়, যেমন হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার। এই পদক্ষেপগুলি সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতায়ন দেবেন, যাতে তারা শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করে। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সজাগ থাকা।

নেক আমল করা ও পাপ থেকে বিরত থাকা দুটি আদেশের মধ্যে শেষেরটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রায়শই সৃষ্টির অধিকার লঙ্ঘন করে এবং

এটি প্রতিরোধ করা কর্তব্য পালনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই বলা হয়, যদি কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে, তাহলে তার অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। এটি সহীহ বুখারি, 7288 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু তাদের শক্তি অনুসারে তাঁর আদেশগুলি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হল ধার্মিক কাজ করার চেয়ে শারীরিক কিছু করা থেকে বিরত থাকা সাধারণভাবে সহজ, যার অর্থ সক্রিয় হওয়ার চেয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়া সাধারণভাবে সহজ।

মুসলমানদের জন্য এমন একটি সত্য বোঝা অত্যাবশ্যক, যা তাদের অহংকার বড় পাপ থেকে রক্ষা করবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সত্য হল যে, পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে যে কোন সফলতা অর্জন একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের কারণে। আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি ও সুযোগ না দেন, তাহলে তাকওয়ার মতো ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। নিজের প্রচেষ্টা এবং কৃতিত্বের উপর গর্ব করাই তার সাফল্যকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যখন একজন মুসলমান তাদের সৎকর্মের কোন মূল্য দেয় না এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে, তখন আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাদের কাজকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ করে দেবেন।

একজন মুসলমান তখনই তাকওয়া অর্জন করতে পারে যখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের চেয়ে ভালো নয়। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন নিজের বা অন্যদের জন্য চূড়ান্ত পরিণতি জানেন না। অনেক লোক যারা মন্দ দেখায় তারা ভাল মুসলিম হয়ে ওঠে এবং যারা ভাল দেখায় তাদের প্রচুর মুসলমান বিচারের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর একটি উদাহরণ সহীহ মুসলিম, 4923 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনজন লোকের বর্ণনা রয়েছে যারা তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে জাহান্নামে যাবে

যদিও তারা বড় মুসলিম বলে মনে হয়েছিল, যেমন একজন আলেম, একজন দানশীল ব্যক্তি এবং একজন শহীদ। .

নম্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য যা সকলেরই অবলম্বন করা উচিত কারণ যা কিছু ভাল আছে তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। সুতরাং যে জিনিসটি সৃষ্ট এবং সহজাতভাবে অন্যের অন্তর্গত তা নিয়ে কীভাবে গর্ব করা যায়? নম্রতার উত্স, সেইসাথে অন্যান্য ভাল বৈশিষ্ট্য, নিজের উপর সন্তুষ্ট না হওয়া যেখানে, অহংকার এবং অন্যান্য অনেক খারাপ বৈশিষ্ট্যের মূল হল নিজের উপর সন্তুষ্ট থাকা। যখন কেউ নিজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তখন তারা তাদের দোষে অন্ধ হয়ে যায় এবং কেবল নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণতা দেখতে পায়। এই ব্যক্তি সর্বদা বিশ্বাস করবে যে তারা যথেষ্ট ভাল তাই, আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করার দরকার নেই কারণ তারা ইতিমধ্যে মহৎ চরিত্র অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে, যে নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট সে তাদের নেতিবাচক দোষ-ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষণ করা সহজ পাবে, যা তাদেরকে মহৎ চরিত্র অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের নির্মূল করতে দেবে। এই ব্যক্তি নম্র থাকে যদিও তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করে কারণ তারা সত্যিই বুঝতে পারে যে মহান আল্লাহ তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং সুযোগ দিয়েছেন। যখন কেউ এই আত্ম-সতর্ক হয় তখন এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে যার ফলে পাপ প্রতিরোধ হয়। এই মুসলিম ধারাবাহিকভাবে নেক আমল করবে এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকবে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও দাসত্ব, যা নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার ফলস্বরূপ।

যদিও এই পদ্ধতিটি একজনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করার জন্য দরকারী। যার সবগুলোই তাকওয়া অবলম্বন করতে সাহায্য করে। একজন মুসলিম একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের ছাত্র হয়ে উঠতে পারে যিনি তাদের ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারেন এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের অধীনে কীভাবে সেগুলি দূর করতে হয় তা শেখাতে পারেন।

একজন মুসলিমকে নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের ভাল বন্ধু আছে কারণ তারা যে কোম্পানি রাখে তার দ্বারা তাদের বিচার করা হয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ভাল বন্ধু একজন মুসলিমকে খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে এবং ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।

অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা তাদের জন্য গর্ব নির্দেশ করতে পারে যারা না. দরকারী সমালোচনা তাদের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য তাদের ত্রুটিগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য দুর্দান্ত।

পরিশেষে, অন্যের আচরণ এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ, যদি কারও আচরণ মানুষকে বিরক্ত করে তবে সম্ভবত এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য যা এড়ানো উচিত। এবং যদি একজন ব্যক্তির আচরণ মানুষকে খুশি করে তবে সম্ভবত এটি একটি ভাল বৈশিষ্ট্য যা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত। যারা তাকওয়া খোঁজেন তাদের জন্য এই প্রখর উপলব্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ধার্মিকতার আরেকটি দিক হল ধৈর্য সহকারে ঐশ্বরিক আদেশকে মেনে নেওয়া এবং জেনে রাখা যে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছাড়া মহাবিশ্বে কিছুই ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র সৃষ্টি মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো কাছ থেকে নেয়ামত প্রদান বা অপসারণ করতে পারে না। জামে আত তিরমিযী, 2516 নং হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে

ইবনে মাজাহ, 79 নম্বর হাদিসে পাওয়া উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তার মধ্যে যা কিছু ঘটে তা মেনে নেওয়া উচিত। তাদের জীবন, এমনকি যদি এটি তাদের বিচলিত করে, কারণ কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। যখন একজন ব্যক্তি অনুশোচনা করে বিশ্বাস করে যে তারা একটি জিনিস ঘটতে বাধা দিতে পারত তা কেবলমাত্র শয়তানকে আমন্ত্রণ জানায় যাতে তারা মহান আল্লাহর পছন্দের প্রতি অধৈর্য এবং অসন্তুষ্টির দিকে উদ্‌বুদ্ধ হয়। একজন মুসলমানের আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কেবলমাত্র সর্বোত্তমটি বেছে নেন, এমনকি যদি তাদের অদূরদর্শিতা তাদের পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা পর্যবেক্ষণ করতে বাধা দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজ বা কথার মাধ্যমে মহান আল্লাহর পছন্দের প্রতি আপত্তি না করা। যদি একজন মুসলিম এই আচরণে অবিচল থাকে তবে তারা ধৈর্য থেকে সন্তুষ্টির স্তরে চলে যাবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ তাদের পছন্দ এবং আকাঙ্ক্ষার চেয়ে মহান আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেয় এবং তাই কিছু পরিবর্তন করতে চায় না। অথচ একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি সবকিছুর পরিবর্তন কামনা করবে এমনকি তার জন্য দোয়াও করবে কিন্তু মহান আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। উভয়ই চমৎকার এবং মহান পুরস্কার অর্জন করে তবে সন্তুষ্টি একটি উচ্চ স্তর এবং মহান আল্লাহর কাছে একজনের দাসত্বের একটি উচ্চতর নিদর্শন।

অধৈর্য হওয়া একটি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য এবং এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে অধৈর্য হওয়াটা সেই ব্যক্তির চেয়েও খারাপ যে তিক্ত ওষুধ খায় যা তাদের নিরাময় করে, যে ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়েছিল তার প্রতি রাগান্বিত হয়। মহান আল্লাহ যে জিনিসগুলি বেছে নেন তা তিক্ত হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি দীর্ঘমেয়াদে একজন ব্যক্তির নিরাময় করে। এই নিরাময় বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন থেকে ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে রক্ষা করতে পারে। অতএব, অধৈর্য হওয়া সঠিক মনোভাব গ্রহণ করা নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধৈর্যশীল বা সন্তুষ্ট থাকার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত নয়, কারণ ইসলামী শিক্ষায় স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে এটি একটি সৎ কাজ। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব..."

অনেক হাদিস এর গুরুত্ব তুলে ধরে যেমন জামি আত তিরমিযী, ৩৩৭১ নম্বরে পাওয়া যায়। এটি প্রার্থনাকে ইবাদতের সারমর্ম বলে ঘোষণা করে। উপরন্তু, এটি সমস্ত নবীদের একটি ঐতিহ্য, তাদের সকলের উপর শান্তি এবং মহান আল্লাহর দাসত্বের নিদর্শন। তাই পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত ভালো জিনিসের জন্য দোয়া করা উচিত এবং ধৈর্যধারণ করা উচিত বা ফলাফলে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যদিও তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়।

ধার্মিকতার পরবর্তী দিক হল একজন মুসলিমকে সেসব বিষয় এড়িয়ে চলতে শেখা উচিত যা তাদের জন্য চিন্তা করে না। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা এইভাবে আচরণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যের অবস্থা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের কাজগুলি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা। এটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য দুঃখের দিকে নিয়ে যায় যে অন্যদের থেকে গাফিলতি দেখে এবং অন্যদের পার্থিব আশীর্বাদগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে অন্যান্য দোষী বৈশিষ্ট্য যেমন ঈর্ষা বা মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি অবশ্যই, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের সাথে যোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন শান্তির ইসলামিক অভিবাদন দিয়ে অন্যদের অভিবাদন জানানো।

একজন মুসলিমের উচিত অন্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। তাদের গসিপ শোনা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এর বেশিরভাগই অসত্য এবং পাপপূর্ণ। একজন ধার্মিক মুসলিম একজন পরচর্চাকারী এবং গীবতকারীর সঙ্গ এড়িয়ে চলবে কারণ তারা তাদের খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে। এটি সহীহ বুখারী, 2101 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে , যেখানে মহানবী (সা.) একজন খারাপ বন্ধুকে কামারের সাথে তুলনা করেছেন। যদি কেউ পোড়া না হয় তবে তাদের কাজের ধোঁয়া অবশ্যই তাদের প্রভাবিত করবে। একজন মুসলিম যে তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তার উচিত তাদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা এড়িয়ে যাওয়া, যারা এমন আচরণ করে যেন তারা কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা তাদের কথার পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের কথা শোনা এড়িয়ে চলা, ধর্মীয়ভাবে অলসদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলা এবং জড়বাদী পার্থিবতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজা এড়িয়ে চলা। মানুষ যে কেউ এই ধরণের লোকদের এড়িয়ে চলতে ব্যর্থ হবে সে মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে মানতে পারবে না। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা এই লোকদের এবং অকেজো বিষয় নিয়ে নিজেদেরকে চিন্তিত করবে না কারণ তারা একাই সৃষ্টি হয়েছে, একাই এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে, একা এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, একাই মৃত্যুবরণ করবে, তাদের কবরে একা

থাকবে, কবরে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। একাই তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে এবং একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা বিচার করবেন। যিনি এটি মনে রাখেন তিনি কেবল তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলিতে জড়িত হন।

একজন মুসলমানের উচিত ধার্মিকদের সাথে চলার চেষ্টা করা কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে যেমন তাদের বিষয়গুলি এড়িয়ে চলা যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এতে তাদের ঈমানের পরিপূর্ণতা আসবে।

অন্য জিনিস যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগজনক নয় এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলার একটি অংশ তা হল লোকেরা কীভাবে তাদের উপলব্ধি করে অর্থাৎ অন্যরা তাদের পছন্দ করে কি না সেদিকে মনোযোগ না দেওয়া। তাদের তাদের অবস্থার সত্যতা সম্পর্কে আরও চিন্তিত হওয়া উচিত যা মহান আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন। তাদের অবশ্যই অন্যের প্রশংসার দ্বারা বোকা না হয়ে যেকোন ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে যা অলসতা এবং এমনকি গর্বিত হতে পারে। এই মনোভাবের কারণেও ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার দিকে মনোনিবেশ করে, যা কপটতা, প্রদর্শন এবং অন্যান্য দোষী বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যায়। একটি সাধারণ ধারণা বোঝা উচিত, অধিকাংশ মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, যদিও তিনি তাদের অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন, তবে তারা কীভাবে অন্য ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে যে বাস্তবে তাদের কিছুই দেয়নি। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের পেছনে এটি একটি কারণ, কারণ এটি অপ্রাপ্য।

একজন মুসলমানের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা সহজ করার জন্য তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা মনে রাখা উচিত। এই জড় জগত একটি অস্থায়ী বাড়ি যা দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে যেন এটি প্রথম স্থানে ছিল না। এটা বেশ সুস্পষ্ট যদি কেউ তাদের নিজের জীবনের পর্যায়গুলি নিয়ে চিন্তা করে। তারা উপলব্ধি

করবে যে যদিও তারা তাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো এক জায়গায় বছরের পর বছর কাটিয়েছে, তবুও এটি শেষ হওয়ার পরে মনে হয়েছিল যেন তারা সেখানে ক্ষণিকের জন্য ছিল। এমনকি অভিজ্ঞতার প্রভাব এবং চিহ্নগুলিও বিবর্ণ হয়ে যায়। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা দেখবে, সেদিন এমন হবে, যেন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ব্যতীত [জগতে] অবশিষ্ট ছিল না।"

প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের মূল লক্ষ্য হল মানবজাতিকে এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা তাদের যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত হয়। বস্তুগত জগত। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2323 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় একটি বিন্দুর মতো। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই এক ফোঁটার জন্য সমুদ্রকে উৎসর্গ করবেন না। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, ৬৪১৬ নং হাদিসে পাওয়া উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস করতে হবে যেন সে বিদেশী ভূমিতে অপরিচিত বা ভ্রমণকারী । এর কারণ হল উভয় প্রকারের মানুষই তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করে নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য, মানে পরকালের জন্য।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশাকে ছোট করে দেবে জেনে যে তারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও তারা এখানে ক্ষণিকের জন্য থাকবে। এটি তাদের তাকওয়ার দিকগুলির দিকে অনুপ্রাণিত করবে যার মধ্যে রয়েছে সৎ কাজ করার দিকে ত্বরান্বিত হওয়া, তাদের পাপ

থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং চিরন্তন পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য জড় জগতের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদান থেকে দূরে সরে যাওয়া। দীর্ঘজীবনের আশা করা উল্টোটা ঘটায় যথা, সৎকাজে বিলম্ব করা, আন্তরিক অনুতাপ করা এবং জড়জগতকে সুন্দর করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

যে ব্যক্তি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে সে বুঝতে পারে যে পার্থিব ব্যস্ততা এবং সমস্যাগুলি বস্তুত জগতের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে পরিত্যাগ করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্সাহ।

এই পৃথিবী কষ্ট ও পরীক্ষার আবাস তাই এর মধ্যে যা নেই তা অন্বেষণ করা উচিত নয়, যথা, প্রকৃত আরাম ও শান্তি। প্রকৃতপক্ষে এটি কেবলমাত্র আল্লাহ, মহান এবং পরকালের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলিতে বিদ্যমান। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য জরুরী যে, মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং নিয়তির মুখোমুখি হয়ে পরকালের চিরস্থায়ী সুখের জন্য এই দুনিয়ায় সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করা। ধৈর্য

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe